আমাদের সময়

তারিখ: 18 JAN 2016
পৃ: 2 কলাম: 6

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

আজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন শিক্ষক নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অষ্টম বেতন কাঠামোয় গ্রেড নিয়ে অসঙ্গতি নিরসন দাবিতে টানা এক সপ্তাহ কর্মবিরতির পর আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করবেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতারা। বিকাল সাড়ে ৪টায় গণভবনে শিক্ষকদের ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী। গত ১১ জানুয়ারি থেকে দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

আজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মোর্চা শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন চলমান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে শিগগিরই এই অচলাবস্থা দূর
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আশা করছেন, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে শিগগিরই এই অচলাবস্থা দূর
হবে। গতকাল রোববার রাতে ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ
কামাল আমাদের সময়কে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক নেতাদের চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন।
আমরা যাব। আমাদের বিষয়ে নিশ্চয়ই তিনি অবগত আছেন। তবে কর্মসূচিও চলবে।
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর কর্মসূচির বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের কাছে দাবি-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা দেওয়া
হয়েছে উল্লেখ করে মাকসুদ কামাল বলেন, প্রস্তাবনায় শিক্ষকরা গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-১
এ উন্নীত হওয়াসহ যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসতেন, তা বহাল এবং গ্রেড-১ থেকে
কিছুসংখ্যক শিক্ষককে সিনিয়র সচিবের মর্যাদা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। গতকাল
কর্মবিরতির সপ্তম দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটাতে সোমবার (আজ) শিক্ষক
সমিতির নেতাদের ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষক সমিতি
ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির
নেতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবেন তারা।

[illegible] প্রস্তাব আসার [illegible] গ্রেডে অবনমন এবং
[illegible] মাস আগে অষ্টম বেতন [illegible] প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয়
[illegible] গ্রেড ও টাইম স্কেল বাতিলের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষকরা। পরে শিক্ষকদের দাবি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করে সরকার। কমিটির
সভাপতি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠকও করেন। বৈঠকে
অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের তিনটি দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ১০ দিন পর
প্রকাশিত গেজেটে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি বলে অভিযোগ করেন শিক্ষকরা।